

সূরা ৮০ : আ'বাসা, মাক্কী

(আয়াত ৪২, রুকু ১)

৮০ - سورة عبس مكية

(آياتها : ৪২ ' رُكُوعَاتُهَا : ১)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
(১) সে ভ্রু কুণ্ঠিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল,	۱. عَبَسَ وَتَوَلَّى
(২) যেহেতু তার নিকট এক অন্ধ আগমন করেছিল।	۲. أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى
(৩) তুমি কেমন করে জানবে সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত,	۳. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى
(৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত।	۴. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى
(৫) পক্ষান্তরে যে পরওয়া করেনা	۵. أَمَّا مَنْ أَسْتَغْنَى
(৬) তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছ।	۬. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى
(৭) অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দায়িত্ব নেই।	ۭ. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَكَّى
(৮) অন্যপক্ষ যে তোমার নিকট ছুটে এলো	ۮ. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى
(৯) তার সেই সশংক চিন্ত,	ۯ. وَهُوَ يَخْشَى

(১০) তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে!	১০. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى
(১১) না, এই আচরণ অনুচিত, এটা তো উপদেশ বাণী;	১১. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ
(১২) যে ইচ্ছা করবে সে এটা স্মরণ রাখবে,	১২. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ
(১৩) ওটা মহিমাম্বিত পত্রসমূহে (লিখিত) -	১৩. فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ
(১৪) (এবং) উন্নত পুতঃ -	১৪. مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ
(১৫) লেখকদের হস্তে (সুরক্ষিত)।	১৫. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ
(১৬) (ঐ লেখকগণ) মহৎ ও সৎ।	১৬. كِرَامٍ بَرَرَةٍ

সাহাবীকে প্রকৃষ্ণন করার জন্য রাসূলকে (সাঃ) ভর্তসনা

একাধিক তাফসীরকার লিখেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক কুরাইশ নেতাকে ইসলামের শিক্ষা, সৌন্দর্য ও আদর্শ সম্পর্কে অবহিত করছিলেন এবং সেদিকে গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি আশা করছিলেন যে, হয়ত আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকেও ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করবেন। ঐ সময় ইব্ন উম্মে মাকতূম (রাঃ) নামের অন্ধ সাহাবী তাঁর কাছে এলেন। ইব্ন উম্মে মাকতূম (রাঃ) ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায়ই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। প্রায়ই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির থাকতেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। মাসআলা মাসায়েল জিজ্ঞেস করতেন। সেদিনও তার অভ্যাসমত তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মহানাবী সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে মনে ভেবেছিলেন যে, কুরাইশ নেতা হয়ত ইসলামের দা‘ওয়াত কবূল করবে তাই তিনি আবদুল্লাহর (রাঃ) প্রতি তেমন মনোযোগ দিলেননা। তাঁর প্রতি তিনি কিছুটা বিরক্তও হলেন। ফলে তাঁর কপাল কুণ্ঠিত হল এবং ঐ কুরাইশের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এরপর এই আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন : হে রাসূল! তোমার উন্নত মর্যাদা ও মহান চরিত্রের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, একজন অন্ধ আমার ভয়ে তোমার কাছে ছুটে এলো, ধর্ম সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভের আশায়, অথচ তুমি তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অহংকারী ও উদ্ধতদের প্রতি মনোযোগী হয়ে গেলে? পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তোমার কাছে এসেছিল, তোমার মুখ থেকে আল্লাহর বাণী শুনে পাপ ও অন্যায হতে বিরত থাকার সম্ভাবনা ছিল তার অনেক বেশী। সে হয়ত ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করত। অথচ তুমি সেই অহংকারী ধনী লোকটির প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করলে, এ কেমনতর কথা? ওকে সৎ পথে নিয়ে আসতেই হবে এমন দায়িত্ব তো তোমার উপর নেই। ওরা যদি তোমার কথা না মানে তাহলে তাদের দুষ্কৃতির জন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবেনা। অর্থাৎ ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে বড়-ছোট, ধনী-গরীব, সবল-দুর্বল, আযাদ-গোলাম এবং পুরুষ ও নারী সবাই সমান। তুমি সবাইকে সমান নাসীহাত করবে। হিদায়াত আল্লাহর হাতে রয়েছে। আল্লাহ যদি কেহকে সৎ পথ থেকে দূরে রাখেন তাহলে তার রহস্য তিনিই জানেন, আর যদি কেহকে সৎপথে নিয়ে আসেন সেটার রহস্যও তিনিই ভাল জানেন।

আবু ইয়ালা (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রাঃ) বলেন : যখন ইব্ন উম্মে মাকতূম (রাঃ) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন : “আমাকে দীনের কথা শিক্ষা দিন”, তখন কুরাইশদের এক নেতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ধর্মের কথা শোনাচ্ছিলেন আর জিজ্ঞেস করছিলেন : “বল দেখি, আমার কথা সত্য কি-না?” সে উত্তরে বলছিল : “না, আপনি সত্য বলেননি। এই সময় عَسَىٰ وَتَوَلَّىٰ আয়াতটি নাযিল হয়। (তাবারী ২৪/২১৭) ইমাম তিরমিযী

(রহঃ) এই হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তিনি আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করার কথা উল্লেখ করেননি। (তুহফাতুল আহওয়ায়ী ৯/২৫০)

আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য

كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ অর্থাৎ 'না, এই আচরণ অনুচিত, এটা তো উপদেশ বাণী।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো এই সূরা অথবা ইলমে দীন প্রচারের ব্যাপারে মানুষের মাঝে ভদ্র-অভদ্র নির্বিশেষে সমতা রক্ষার উপদেশ, যে, দীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র সবাই সমান। কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) বলেন যে, تَذْكِرَةٌ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে।

যে ইচ্ছা করবে সে এটা স্মরণ রাখবে। অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং সকল কাজ-কর্মে তাঁর ফরমানকেই অগ্রাধিকার দিবে। ذِكْرٌ সর্বনাম দ্বারা অহীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই সূরা, এই নাসীহাত তথা সমগ্র কুরআন সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য সহীফায় সংরক্ষিত রয়েছে, যা অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, যা অপবিত্রতা হতে মুক্ত এবং যা কমও করা হয়না কিংবা বেশীও করা হয়না।

سَفْرَةٌ অর্থ মালাইকা/ফেরেশতাগণ, তাঁদের পবিত্র হাতে কুরআন রয়েছে। এটা ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদে (রহঃ) উক্তি। (তাবারী ২৪/২২১, দুররুল মানসুর ৮/৪১৮)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, এখানে سَفْرَةٌ দ্বারা মালাইকাকেই বুঝানো হয়েছে যাঁরা আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে অহী ইত্যাদি নিয়ে আসেন। তাঁরা মানুষের মাঝে শান্তি রক্ষাকারী দূতদেরই মত। (ফাতহুল বারী ৮/৫৬১)

তাঁদের চেহারা সুন্দর, পবিত্র ও উত্তম এবং তাঁদের চরিত্র ও কাজকর্মও পূত-পবিত্র ও উত্তম। এখান হতে এটাও জানা যায় যে, যে কুরআনের বাণী বহন করে নিয়ে আসে তার আমল-আখলাকও নিশ্চয়ই ভাল।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে ও তাতে ব্যুৎপত্তি

লাভ করে সে মহান ও পূতঃ পবিত্র লিপিকার মালাইকার সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বহু কষ্টে কুরআন পাঠ করে তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে।” (আহমাদ ৬/৪৮, ফাতহুল বারী ৮/৫৬০, মুসলিম ১/৫৪৯, আবু দাউদ ২/১৪৮, তিরমিযী ৮/২১৫, নাসাঈ ৬/৫০৬, ইব্ন মাজাহ ২/১২৪২)

(১৭) মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ!	۱۷. قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ
(১৮) তিনি তাকে কোন্ বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন?	۱۸. مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
(১৯) শুক্র বিন্দু হতে তিনি তাকে সৃষ্টি করেন, পরে তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন,	۱۹. مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ
(২০) অতঃপর তার জন্য পথ সহজ করে দেন;	۲۰. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ
(২১) অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কাবরস্থ করেন।	۲۱. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ
(২২) এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।	۲۲. ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ
(২৩) তিনি তাকে যে আদেশ করেছেন, সে তো তা পালন করেনি।	۲۳. كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ
(২৪) মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক।	۲۴. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ
(২৫) আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি,	۲۵. أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا

(২৬) অতঃপর আমি ভূমিকে প্রকৃষ্ট রূপে বিদীর্ণ করি;	۲۶. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا
(২৭) এবং ওতে আমি উৎপন্ন করি শস্য;	۲۷. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا
(২৮) দ্রাক্ষা, শাক-সবজি,	۲۸. وَعِنَبًا وَقَضْبًا
(২৯) যায়তুন, খেজুর,	۲۹. وَزَيْتُونًا وَخَلًّا
(৩০) বহু বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান,	۳۰. وَحَدَآئِقَ غُلْبًا
(৩১) ফল এবং গবাদির খাদ্য,	۳۱. وَفَيْكِهَةً وَأَبًّا
(৩২) এটা তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলির ভোগের জন্য।	۳۲. مَّتَعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের অস্বীকারকারীদেরকে নিন্দা জ্ঞাপন

মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে যারা বিশ্বাস করেনা এখানে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। ইবন আব্বাস (রাঃ) قَتَلَ الْإِنْسَانَ - এর অর্থ করেছেন : মানুষের উপর লা'নত বর্ষিত হোক। তারা কতই না অকৃতজ্ঞ! আবু মালিক বলেন যে, সাধারণভাবে প্রায় সব মানুষই অবিশ্বাসকারী। তারা কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই শুধুমাত্র ধারণার বশবর্তী হয়ে একটি বিষয়কে অসম্ভব মনে করে থাকে। নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধির স্বল্পতা সত্ত্বেও ঝাট করে আল্লাহ তা'আলার বাণীকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করে বসে। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে তাকে কোন্ জিনিস উদ্ধৃদ্ধ করছে? তারপর মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন তুলে আল্লাহ তা'আলা বলেন : কেহ কি চিন্তা করে দেখেছে যে, আল্লাহ তাকে কি ঘণ্য জিনিস দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? তিনি কি

তাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেননা? শুক্র বিন্দু বা বীর্য দ্বারা তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাদের তাকদীর নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ বয়স, জীবিকা, আমল এবং সৎ ও অসৎ হওয়া। তারপর তাদের জন্য মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার পথ সহজ করে দিয়েছেন। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী) ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ) প্রমুখজনও এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এ ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (দুররুল মানসুর) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অনুরূপ অন্যত্র একটি আয়াত রয়েছে :

هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। (সূরা ইনসান, ৭৬ : ৩) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এ অর্থটিকেই সঠিকতর বলেছেন। (তাবারী ২৪/২২৪) এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কাবরস্থ করেন। আবার যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। এটাকেই بَعَثَ এবং نُشِّرُ বলা হয়। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ। (সূরা রুম, ৩০ : ২০) আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا

আরও দর্শন কর অস্থিপুঞ্জের দিকে, ওকে কিরূপে আমি সংযুক্ত করি; অতঃপর ওকে মাংসাবৃত করি। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৫৯) আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

কোমরের মেরুদণ্ডের অস্থি ছাড়া মানব দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাটিতে খেয়ে ফেলে। জিজ্ঞেস করা হল : হে আল্লাহর রাসূল! ওটা কি? উত্তরে তিনি বললেন : ওটা একটা সরিষার বীজের সমপরিমাণ জিনিস, ওটা থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। (ফাতহুল বারী ৮/৪১৪, মুসলিম ৪/২২৭০)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : **كُلًّا لَّمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ** অকৃতজ্ঞ এবং নি'আমাত অস্বীকারকারী মানুষ বলে যে, তাদের জান-মালের মধ্যে আল্লাহর যেসব হক ছিল তা তারা আদায় করেছে। কিন্তু আসলে তারা তা আদায় করেনি। মূলতঃ তারা আল্লাহর ফারায়েয আদায় করা হতে বিমুখ রয়েছে। তাই তো আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : **كُلًّا لَّمَّا يَقْضِ** **مَا أَمَرُهُ** তিনি তাদেরকে যা আদেশ করেছেন তা তারা এখনো পূরা করেনি।

আমার (ইবন কাসীর) মনে হয় আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি়র ভাবার্থ এই যে, পুনরায় তিনি যখনই ইচ্ছা করবেন তখনই পুনরুজ্জীবিত করবেন, সেই সময় এখনো আসেনি। অর্থাৎ এখনই তিনি তা করবেননা, বরং নির্ধারিত সময় শেষ হলে এবং বানী আদমের ভাগ্যলিখন সমাপ্ত হলেই তিনি তা করবেন। তাদের ভাগ্যে এই পৃথিবীতে আগমন এবং এখানে ভালমন্দ কাজ করা ইত্যাদি আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পর সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেন। প্রথমে তিনি যেভাবে সৃষ্টি করেছিলেন দ্বিতীয়বারও সেভাবেই সৃষ্টি করবেন।

মুসনাদ ইবন আবী হাতিমে অহাব ইবন মুনাব্বাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উযায়ের (আঃ) বলেন : আমার নিকট একজন ফেরেশতা এসে আমাকে বলেন যে, কাবরসমূহ যমীনের পেট এবং যমীন মাখলূকের মাতা। সমস্ত মাখলূক সৃষ্ট হবার পর কাবরে পৌঁছে যাবে। কাবরসমূহ পূর্ণ হবার পর পৃথিবীর সিলসিলা বা ধারা পূর্ণতা লাভ করবে। ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু রয়েছে সবই মৃত্যুবরণ করবে। যমীনের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে যমীন সেগুলি উগলে ফেলবে। কাবরে যত মৃতদেহ রয়েছে সবাইকেই বাইরে বের করে দেয়া হবে। আমরা এই আয়াতের যে তাফসীর করেছি তা এই উক্তি়র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহান ও পবিত্র আল্লাহই সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

বীজ অঙ্কুরসহ অন্যান্য সবকিছু মৃত্যুর পর আবার জীবিত করার উদাহরণ

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : **فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ**

طَعَامِهِ মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার প্রমাণ এর মধ্যেও নিহিত রয়েছে। হে মানুষ! শুষ্ক অনাবাদী জমি থেকে আমি যেমন সবুজ-সতেজ গাছের জন্ম দিয়েছি, সেই জমি থেকে ফসল উৎপন্ন করে তোমাদের আহারের ব্যবস্থা করেছি, ঠিক তেমনি পচে গলে বিকৃত হয়ে যাওয়া হাড় থেকে আমি একদিন তোমাদের পুনরুত্থান ঘটাব। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, আমি আকাশ থেকে ক্রমাগত বারি বর্ষণ করে ঐ পানি জমিতে পৌঁছেয়েছি। তারপর ঐ পানির স্পর্শ পেয়ে বীজ থেকে শস্য উৎপন্ন হয়েছে। কত রকমারী শস্য, কোথাও আগ্নু, কোথাও আবার তরি-তরকারী উৎপন্ন হয়েছে।

عَنْبٍ - এর অর্থ হল আগ্নু। **عَنْبٍ** সর্বপ্রকারের দানা বা বীজকে বলা হয় **عَنْبٍ** এর অর্থ হল আগ্নু। **فَضْبٍ** বলা হয় সেই সবুজ চারাকে যেগুলো পশুরা খায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) এরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৪/২২৬) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, **فَضْبٍ** এর অর্থ হচ্ছে পশুর খাদ্য, ঘাস, বিচালী ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা যাইতুন পয়দা করেছেন যা তরকারী হিসাবে রুটির সাথে খাওয়া হয়। তাছাড়া ওকে জ্বালানী রূপে ব্যবহার করা যায় এবং তা হতে তেলও পাওয়া যায়। তিনি সৃষ্টি করেছেন খেজুর বৃক্ষ। সেই বৃক্ষের কাঁচা-পাকা, শুকনো এবং সিক্ত খেজুর তোমরা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে থাক। সেই খেজুর দিয়ে তোমরা শিরা এবং সিরকাও তৈরী করে থাক। তাছাড়া আল্লাহ বাগান সৃষ্টি করেছেন।

غُلْبًا খেজুরের বড় বড় ফলবান বৃক্ষকেও বলা হয়। হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, **حَدَائِقَ غُلْبًا** এমন বাগানকে বলা হয় যা খুবই ঘন এবং ফলে ফলে সুশোভিত। (তাবারী ২৪/২২৮, ৪২১) ইব্ন

আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হচ্ছে যা কিছু উৎপন্ন হয় এবং সংগ্রহ করা যায়। (তাবারী ২৪/২২৭) আর আল্লাহ তা'আলা মেওয়া সৃষ্টি করেছেন। **أَبَّ** বলা হয় ঘাস-পাতা ইত্যাদিকে যা পশুরা খায়, কিন্তু মানুষ খায়না। মানুষের জন্য যেমন ফল, মেওয়া তেমনি পশুর জন্য ঘাস।

‘আতা (রহঃ) বলেন যে, জমিতে যা কিছু উৎপন্ন হয় তাকে **أَبَّ** বলা হয়।

যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, মেওয়া ছাড়া বাকী সবকিছুকে **أَبَّ** বলা হয়।

আবু ওবাইদা আল কাসিম ইব্ন সাল্লাম (রহঃ) ইবরাহীম আত তায়মী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আবু বাকর সিদ্দীককে (রাঃ) এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন : কোন আকাশ আমাকে তার নীচে ছায়া দিবে? কোন্ যমীন আমাকে তার পিঠে তুলবে, যদি আমি আল্লাহর কিতাবের যে বিষয় ভাল জানিনা তা জানি বলে উক্তি করি? (বাগাবী ৪/৪৪৯) অর্থাৎ এ সম্পর্কে আমার জানা নেই। তাফসীর ইব্ন জারীরে উমার ফারুক (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ রিওয়ায়াত আছে যে, তিনি মিসরের উপর সূরা আবাসা পাঠ করতে শুরু করেন এবং বলেন : **فَاكُهُ** এর অর্থ তো আমরা মোটামুটি জানি, কিন্তু **أَبَّ** -এর অর্থ কি? তারপর তিনি নিজেই বলেন : “হে উমার! এ কষ্ট ছাড়!” এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, **أَبَّ** যমীন থেকে উৎপাদিত জিনিসকে বলা হয়, কিন্তু তার আকার-আকৃতি জানা যায়না। এ বর্ণনাটির ক্রমধারা সহীহ। আনাস (রাঃ) হতে একাধিক ব্যক্তি ইহা বর্ণনা করেছেন। উমার (রাঃ) জানতে চেয়েছিলেন যে, ইহা দেখতে কেমন, ইহার আকৃতি কি ধরনের এবং ইহার গুণাগুণ কেমন। কোন পাঠক যখন এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন এমনিতেই তিনি জেনে যান যে, এটি একটি বৃক্ষ যা ভূমিতে উৎপন্ন হয়।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : এটা তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলোর ভোগের জন্য। কিয়ামাত পর্যন্ত এই সিলসিলা বা ক্রমধারা অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং তোমরা তা থেকে লাভবান হতে থাকবে।

(৩৩) যখন ঐ ধ্বংস ধ্বনি এসে পড়বে;	৩৩. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ
(৩৪) সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা হতে,	৩৪. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
(৩৫) এবং তার মাতা, তার পিতা,	৩৫. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
(৩৬) তার স্ত্রী ও তার সন্তান হতে,	৩৬. وَصَلِحَتِهِ وَبَنِيهِ
(৩৭) সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থান যা তাকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যস্ত রাখবে।	৩৭. لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ
(৩৮) সেদিন বহু আনন দীপ্তিমান হবে;	৩৮. وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ
(৩৯) সহাস্য ও প্রফুল্ল।	৩৯. ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ
(৪০) এবং অনেক মুখমন্ডল হবে সেদিন ধূলি ধূসরিত,	৪০. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيَّهَا غَبَرَةٌ
(৪১) সেগুলিকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা।	৪১. تَرَهَقُهَا قَتَرَةٌ
(৪২) তারাই কাফির ও পাপাচারী।	৪২. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ

কিয়ামাত দিবস এবং মানুষের স্বজনদের থেকে পলায়নের চেষ্টা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, صَاخَّةٌ কিয়ামাতের একটি নাম। (তাবারী ২৪/২২৯) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন : সম্ভবতঃ ইহা হল ঐ সময়েরই নাম যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। (তাবারী ২৪/২৩১) বাগাবী (রহঃ) বলেন, صَاخَّةٌ এর অর্থ হল বিচার দিনের প্রচণ্ড বজ্র নিনাদের শব্দ। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেককে খালি পায়ে, নগ্ন দেহে এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। বর্ণনা শুনে এক মহিলা জিজ্ঞেস করলেন : তাহলে কি আমরা একে অপরের নগ্ন দেহ দেখতে পাব এবং তাকাবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হে অমুক মহিলা! সেদিন সবাই নিজে থেকে নিয়ে এত উদ্ভিগ্ন থাকবে যে, অন্যদের প্রতি লক্ষ্য করার কোন খেয়ালই থাকবে না।

‘সাখ্খাত’ নাম করণের কারণ এই যে, কিয়ামাতের শিংগার আওয়াজ ও শোরগোলে কানের পর্দা ফেটে যাবে। (তাবারী ২৪/৪৪৯) সেদিন মানুষ তার নিকটাত্মীয়দেরকে দেখবে কিন্তু তাদেরকে দেখে পালিয়ে যাবে। কেহ কারও কোন কাজে আসবে না।

সহীহ হাদীসে শাফাআত প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : বড় বড় নাবীগণের কাছে জনগণ শাফাআতের জন্য আবেদন জানাবে, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেই বলবেন : ‘ইয়া নারফসী, ইয়া নারফসী!’ এমনকি ঈসা রুহুল্লাহ (আঃ) পর্যন্ত বলবেন : আজ আল্লাহ তা‘আলার কাছে নিজের প্রাণ ছাড়া অন্য কারও জন্য আমি কিছুই বলব না। এমনকি যাঁর গর্ভ থেকে আমি ভূমিষ্ট হয়েছি সেই মা জননী মারইয়ামের (আঃ) জন্যও কিছু বলব না। (মুসলিম ১/১৮২) মোট কথা, বন্ধু বন্ধুর কাছ থেকে, ছেলে তার মা-বাবার কাছ থেকে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে এবং সন্তানদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ও বিব্রত থাকবে। অন্যের প্রতি কেহ দ্রষ্কেপ করবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তোমরা

খালি পায়ে, নগ্ন দেহে খৎনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহর কাছে জমায়েত হবে। এ কথা শুনে তাঁর এক স্ত্রী বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে তো অন্যের লজ্জাস্থানের প্রতি চোখ পড়বে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন! ঐ মহা প্রলয়ের দিন সব মানুষ এত ব্যস্ত থাকবে যে, অন্যের প্রতি তাকানোর সুযোগ কারও থাকবেনা। (হাকিম ২/২৫১, বুখারী ৬১৬২)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের সবাইকে খালি পায়ে, নগ্ন দেহে এবং খৎনাবিহীন অবস্থায় উত্থিত করা হবে। তখন এক মহিলা জানতে চাইলেন : আমরা কি তখন একজনকে অন্যজনে নগ্ন দেহে দেখতে পাব? তিনি উত্তরে বললেন : হে অমুক মহিলা! ঐ দিনের অবস্থাতো এমন হবে যে, লোকেরা নিজেদের বিষয় নিয়ে এত উদ্বিগ্ন থাকবে যে, অন্যের দিকে তাকানোর কোন খেয়ালই থাকবেনা। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। (তিরমিযী ৯/২৫১, হাসান সহীহ)

বিচার দিবসে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চেহারার বর্ণনা

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : **وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفَرَةٌ. أَحْكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ**। সেখানে লোকদের দু'টি দল হবে। এক দলের চেহারা আনন্দে চমকাতে থাকবে। তাদের মন নিশ্চিত ও পরিতৃপ্ত থাকবে। তাদের মুখমণ্ডল সুদর্শন এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তারা হবে জান্নাতী দল। আর একটি দল হবে জাহান্নামীদের। তাদের চেহারা মসলিপ্ত, কালিমাময় ও মলিন থাকবে। (দুররুল মানসুর ৮/৪২৪)

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ**। ওরাই হল অবিশ্বাসী কাফির সম্প্রদায়। ওদের হৃদয় ছিল অবিশ্বাসে আচ্ছন্ন এবং আমল ছিল শাইতানী কাজ। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاكِراً كَفَّارًا

এবং তারা জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফির। (সূরা নূহ, ৭১ : ২৭)

সূরা আবাসা এর তাফসীর সমাপ্ত।